بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ মে, ২০১৯ মোতাবেক ২৪ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (সূরা আন্ নূর: ৫২-৫৮)

এই আয়াতগুলো যা আমি তিলাওয়াত করেছি তা সূরা নূরের আয়াত আর আয়াতে 'ইস্তেখলাফ', অর্থাৎ সেই আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের মাঝে খেলাফতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই আয়াতের পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য এবং বিভিন্ন আদেশ পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এটি যদি হয়, তবেই আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতরূপী পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিবেন আর শত্রুদেরকে তাদের ঘৃণ্য পরিণতির সম্মুখীন করবেন। এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো:

নিশ্চয় মু'মিনদের উত্তর এটাই, যখন তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তারা বলে আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। বস্তুত এরাই হবে সফলকাম। আর যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে তারাই কৃতকার্য হয়। আর তারা আল্লাহ্র দৃঢ় কসম খায় যে, যদি তুমি তাদেরকে আদেশ কর তাহলে তারা অবশ্যই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, তোমরা কসম খেয়ো না, (তোমাদের পক্ষ থেকে কেবল) যথোচিত আনুগত্য হওয়া চাই। তোমরা যা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এই রসূলের ওপর কেবল ততটুকু (দায়িত্ব বর্তাবে) যা তার অপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এর জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছানোই কেবল রসূলের দায়িত্ব। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই

পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী আখ্যায়িত হবে। আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে (আমাদের) ব্যর্থ করে দিতে পারবে বলে তুমি কখনো মনে কর না। আর তাদের ঠাঁই হলো অগ্নি এবং তা অবশ্যই মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

অতএব প্রতিটি কথা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি হাজারোবার দাবি কর যে, তোমরা মু'মিন, ঈমান আনয়নকারী, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষা এবং বিপদাপদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধের ওপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমল না করবে ততক্ষণ সফলতা অর্জিত হতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত সফলতা ও কৃতকার্যতা লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক। আমার প্রিয় খোদা আমার কোন কর্মের কারণে কোথাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান, এই ভীতি হৃদয়ে লালন করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করা আবশ্যকীয়। আর একইভাবে তাকওয়ার ওপরও প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক পুণ্য এবং উত্তম চরিত্র আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মনে করে অবলম্বন করতে হবে, এমনটি হলে তবেই সফলতা অর্জন হবে আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিরাপত্তাও লাভ হবে। আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটিই সামনে আসবে যে, আনুগত্যের সেই মার্গ আমরা অর্জন করিনি যা প্রয়োজন ছিল। মানুষের ইচ্ছা বিরোধী কোন কথার আনুগত্য করলে তা-ও হয়ে থাকে অনিহার সাথে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের আদেশ যে এতবার এ আয়াতগুলোতে এসেছে তা মূলত খিলাফতের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় এসেছে যেন আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলছেন যে, খিলাফত ব্যবস্থাপনাও আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ এবং নেযামের একটি অংশ। অতএব, খিলাফতের আনুগত্য করাও তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের একটি। বরং জাতিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে। আর যে আমার আনুগত্য করলো, সে খোদা তা'লার আনুগত্য করলো। একইভাবে আমার আমীরের অবাধ্যতা মূলত আমার অবাধ্যতা আর আমার অবাধ্যতা করা খোদা তা'লার অবাধ্যতার নামান্তর। তাই যুগ খলীফার আনুগত্য তো সাধারণ আমীরদের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে। আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পরিপূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত আমরা সাহাবীদের (রা.) জীবনে কীভাবে প্রত্যক্ষ করি তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি:

এক যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয় কিন্তু হযরত উমর (রা.) কোন কারণে তাকে সরিয়ে দেন আর একান্ত যুদ্ধ চলাকালে তাকে পরিবর্তন করা হয়। যাহোক, এই পরিস্থিতিতে যুগ খলীফার নির্দেশ আসে যে, এখন

সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন হযরত আবু উবায়দা (রা.), তার কাছে যেন দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) এটি ভেবে তার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন নি যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) খুবই সুচারুরূপে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বলেন, আপনি তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন কেননা এটি যুগ-খলীফার নির্দেশ এবং আমি কোন ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ ছাড়াই বা মনে কোন ধরনের ধারণার স্থান না দিয়ে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আপনার অধীনে আপনি যেভাবে বলবেন কাজ করবো। অতএব, এটি হলো আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা যা একজন মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত। এমন নয় যে, কোন সিদ্ধান্ত তার বিপক্ষে গেলে অভিযোগ করা আরম্ভ করে দিবে। কোন কর্মকর্তাকে সরিয়ে অন্যকে নিযুক্ত করা হলে কাজ করা ছেড়ে দিবে। যে এমনটি করে তার মাঝে আনুগত্যও নেই এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয়ও নেই আর তাকওয়াও নেই।

সম্প্রতি আমি অবগত হয়েছি, কোন কোন প্রেসিডেন্ট বা সদর এমন আছেন যারা (নতুন নীতিমালা অনুযায়ী) জুন মাসে নিজেদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই এই মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন যে, এখন আমরা আর কেন কাজ করবো? তারা কি শুধু স্থায়ীভাবে কর্মকর্তা থাকার জন্যই কাজ করতো? যে দায়িত্ব মে-জুন মাসে তাদের পালন করার কথা তারা এতে মনোযোগ দিচ্ছে না। প্রথমত এমন চিন্তাধারা ধর্মীয় কাজে খেয়ানতের নামান্তর। দ্বিতীয়ত এটি বিদ্রোহাত্মক মানসিকতা এবং নিজেদেরকে খিলাফতের আনুগত্যের গণ্ডির বাহিরে বের করে দেয়ার নামান্তর। যেহেতু এখন যুগ-খলীফা এই নীতিমালাকে অনুমোদন করেছেন যে, সদর বা প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ছয় বছর হবে তাই আমরাও এখন পুরো মনদিয়ে কাজ করবো না। অতএব এমন লোকদের তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত এবং খোদাকে ভয় করা উচিত। মহানবী (সা.) একবার এই বিষয়কে সামনে রেখে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে তা মনঃপূত হোক বা না হোক। এরপর তিনি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে কোন যুক্তিও থাকবে না আর কোন ওযর-আপত্তিও থাকবে না। আর যে ব্যক্তি যুগ ইমামের হাতে বয়আত না করে মৃত্যু বরণ করেছে সে অজ্ঞতা এবং ভ্রষ্টতায় মৃত্যু বরণ করেছে। সুতরাং আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা যুগ-ইমামের হাতে বয়আত করেছি এবং এমন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হই নি যারা যুগ-ইমামের অস্বীকারকারী। কিন্তু মানার পরও আমাদের আমল বা কর্ম যদি অজ্ঞতাপূর্ণ থেকে যায় তাহলে কার্যত এটি নিজেকে এই বয়আতের শৃঙ্খল থেকে বাইরে বের করে দেয়ার নামান্তর হবে। আর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের গণ্ডি থেকেও বেরিয়ে যাওয়া হবে।

অতএব বয়আত করার পর নিজেদের চিন্তাধারার প্রবাহ সঠিক দিকে রাখা এবং পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। যুগ-ইমাম তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণকারীদের মান সম্পর্কে কী বলেছেন? একস্থানে তিনি বলেন, আমাদের জামা'তে কেবল সে-ই অন্তর্ভুক্ত হয় যে আমাদের শিক্ষাকে নিজেদের কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করে এবং নিজের দৃঢ়সংকল্প ও চেষ্টা অনুযায়ী যথাসাধ্য এতে আমল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল নাম লেখায় কিন্তু শিক্ষানুযায়ী আমল করে না সেক্ষেত্রে তার স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা এই জামা'তকে একটি বিশেষ জামা'ত বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কোন ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে জামা'তে

অন্তর্ভুক্ত নয়, শুধু নাম লিখিয়ে জামাতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না। অর্থাৎ ব্যবহারিক অবস্থা যদি এই শিক্ষানুযায়ী না হয় তাহলে কেবল নাম লিখিয়ে জামাতে অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমার দৃষ্টিতে তারা জামা'তের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বলেন, তাই যথাসাধ্য নিজেদের কর্মকে সেই শিক্ষার অধীন কর যা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে এবং সেই শিক্ষা হলো, কোন বিশৃঙ্খলামূলক কথা বলো না, দুষ্কর্ম করো না, গালি শুনে ধৈর্য ধারণ কর, কারো সাথে বিবাদ করো না। অর্থাৎ অযথা ও অনর্থক বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করো না। অর্থাৎ এমন কথায় বাড়াবাড়ি করো না যে, অমুক এখন পদধারী হয়ে গেছে তাই আমি আনুগত্য করবো না বা আমাকে অপসারণ করা হয়েছে তাই আমি আনুগত্য করবো না। তিনি বলেন, যে বিতণ্ডা করবে তার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ কর, সাধারণ বিষয়াবলীতেও, নিত্যদিনের বিভিন্ন বিষয়েও এবং ঝগড়া-বিবাদেও। অযথা বা নিরর্থক বিষয়াবলীতে কোন বিতণ্ডা হলেও উপেক্ষা কর, কেবল উপেক্ষাই করো না বরং সদাচরণ কর। তিনি বলেন, মিষ্টি কথা বলার উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাও ,ভদ্রতার সাথে কথা বল, নম্রভাষা ব্যবহার কর এবং এর উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাও। বিশুদ্ধচিত্তে প্রত্যেক নির্দেশের আনুগত্য কর যেন খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং শত্রুও যেন অবগত হয় যে, বয়আত করার পর সে আর আগের মতো নেই। মামলা-মোকদ্দমায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। এই জামা'তে প্রবেশকারীদের উচিত, পূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও সর্বান্তঃকরণে সততা অবলম্বন করা।

এরপর আল্লাহ তা'লা বলেন, এরা বড় কসম খায় যে, যদি তুমি নির্দেশ দাও তাহলে আমরা এই করবো সেই করবো, কিন্তু যখন তুমি তাদেরকে নির্দেশ দাও তখন তারা তা মেনে চলে না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা এত বেশি কসম খেয়ো না এবং বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিও না। যদি 'মা'রুফ' আনুগত্য করো অর্থাৎ এমন আনুগত্য যাকে সর্বসাধারণ্যে আনুগত্য বলে মনে করা হয়, তাহলে আমরা বুঝবো, তুমি নির্দেশ মান্য করেছ, অন্যথায় কেবল মৌখিক দাবিই রয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং তোমাদের মনের অবস্থাও তিনি জানেন। অতএব, সাধারণ আনুগত্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় কর, তাঁর ইবাদতও সুচারুরূপে কর। রমজানের এ দিনগুলোতে যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে এটিকে ধরে রাখ এবং প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের ওপর আমল করে তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান কর এবং যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন আর যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি, সব ধরনের নৈরাজ্য থেকে দূরে থাক, সব ধরনের অপকর্ম ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে আত্মরক্ষা কর। নিজের চরিত্র উন্নত কর, এমন উন্নত চরিত্র যার মাধ্যমে আহমদী এবং অ-আহমদীর মাঝে পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। মোটকথা, সব ধরনের পুণ্যকর্ম করা আবশ্যক আর এটিই মা'রুফ আনুগত্য, আল্লাহ্ তা'লা এরই নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) এ বিষয়েরই আদেশ দিয়েছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও জামা'তের সদস্যদের কাছে এ আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছেন এবং এ নির্দেশই দিয়েছেন। আহমদীয়া খিলাফতও এসব কাজ করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। বিগত ১১১ বছর ধরে খিলাফতের পক্ষ থেকে এ দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। আর একইভাবে, কেবল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়েই নয় বরং প্রশাসনিক বিষয়াদিতেও পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যেমনটি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ দেখিয়েছেন। আর এ ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেয়ো না যে, এটি মা'রুফ আদেশের গণ্ডিভুক্ত কি না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-

এর আদেশ-পরিপন্থি কোন নির্দেশ হয় তাহলে তা অবশ্যই গয়ের মা'রুফ বা অসঙ্গত। অতএব আমরা আমাদের আহাদনামায় যে বলে থাকি, যুগ খলীফা যে মা'রুফ সিদ্ধান্ত দিবেন, তা মেনে চলা আবশ্যক মনে করব- এ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি মা'রুফ সিদ্ধান্তের মনগড়া ব্যাখ্যা করা যেন আরম্ভ না করে, অর্থাৎ (এ কথা বলা যে) এটি মা'রুফ ফয়সালা আর এটি নয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এ কথা বলে নি যে, একান্ত যুদ্ধ চলাকলে যখন দু'পক্ষ মুখোমুখি আর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের রণকৌশলও ছিল উন্নত অধিকন্তু মুসলমানরা লাভবানও হচ্ছিল, তখন হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ যখন আসলো (তখন তিনি বলেন নি যে,) এই আদেশ গয়ের মা'রুফ। না বরং তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে আবু উবায়দার নেতৃত্বে একজন সাধারন কমাণ্ডার বা সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করাকেই আশিস জ্ঞান করেছেন। যারা মা'রুফ আর গয়ের মা'রুফের বিতর্কে বা চক্করে পড়ে যায়- এমন লোকদের সম্পর্কে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেছিলেন,

'মা'রুফ সিদ্ধান্তের আনুগত্য' সংক্রান্ত বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে আরো একটি ভ্রান্তি রয়েছে আর তা হলো, যেসব কাজকে আমরা মা'রুফ মনে করি না সেসবের এতায়াত করা উচিত নয়। মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, আমাদের কাছে যে বিষয় মা'রুফ মনে হয় না আমরা সে বিষয়ে আনুগত্য করব না। তিনি (রা.) বলেন, এই শব্দটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্যও ব্যবহার হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে, "ওয়ালা ইয়া'সিনাকা ফি মা'রুফিন" আর মা'রুফ বিষয়ে তারা তোমার অবাধ্য হবে না । হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, তারা কি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এরও দোষত্রুটির কোন তালিকা প্রণয়ন করেছে? নাঊযুবিল্লাহ্ তাঁর (সা.) দুর্বলতা বা দোষত্রুটির কোন তালিকা বানিয়ে রেখেছে কি? অর্থাৎ এমন কোন তালিকা বানিয়েছে কি যদ্বারা এটি বুঝা যাবে যে, মহানবী (সা.)-এর এই আদেশ মা'রুফ আর এগুলো নাঊযুবিল্লাহ্ গয়ের মা'রুফ? তিনি (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বয়আতের শর্তাবলীতে মা'রুফ (অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত) বিষয়ে আনুগত্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর মাঝে এক রহস্য বিদ্যমান। আর এই রহস্য হলো, নবী ও খলীফারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুসারেই আদেশ দিয়ে থাকেন। আর যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এই শব্দটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এ নবী সেসব বিষয়ের আদেশ দেন যা বিবেক-পরিপন্থি নয় আর সেসব বিষয়ে বারণ করেন যা করতে বিবেকও বারণ করে। আর পবিত্র জিনিসকে হালাল তথা বৈধ আখ্যা দেন এবং অপবিত্র জিনিসকে অবৈধ আখ্যা দেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাতলে দিয়েছেন। সকল আদেশ-নিষেধ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তারাই মুক্তি পাবে, যারা এ বিষয়গুলোর ওপর আমল করবে তারাই মুক্তি পাবে। তাই সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, খিলাফতের পক্ষ থেকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আনুগত্যে শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী আদেশ দেয়া হয়ে থাকে আর দেয়া হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, যদি আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়েত লাভ করবে, এছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই। আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যকারী আর পুণ্যকর্মশীলদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কেবল তারাই পুণ্যকর্মশীল নয় যারা ইবাদতের প্রতি মনোযাগী আর নিজেদের ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করে থাকে

আর প্রত্যেক প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকে, কেবল বাহ্যিক শিরক নয় বরং জাগতিক কামনাবাসনা আর এর পেছনে পড়ে ধর্মকে গৌণ বিষয় মনে করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে এগুলো অনেক বড় পুণ্য কিন্তু পাশাপাশি আনুগত্য করাও অতি আবশ্যক।

অতএব খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তার কল্যাণ থেকে সঠিক অর্থে কল্যাণ লাভ করতে হলে কেবল নিজের ইবাদতের সুরক্ষা করাই আবশ্যক নয়, বরং জাগতিক কামনাবাসনার শিরক থেকেও মুক্ত থাকা আবশ্যক আর যুগ-খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করাও আবশ্যক, অন্যথায় নাফরমান তথা অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, প্রকৃত অর্থে তারা বয়আত থেকে বেরিয়ে যাবে। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিনদের জামা'ত, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্তদের জামা'ত ও নামায কায়েমকারী জামা'ত হয়ে থাকে। নামায কায়েম করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী হয়ে থাকে। তারা মসজিদ আবাদকারী, যাকাত প্রদানকারী, নিজেদের সম্পদ পরিশুদ্ধকারী আর খোদা, তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মের জন্য আর্থিক কুরবানীকারী এবং যথাসাধ্য মহানবী (সা.) এর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর সুন্নতকে কর্মেরূপায়নকারী হয়ে থাকে। যদি অবস্থা এটি হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজেদের অবস্থার সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যখন স্বীয় রহমানিয়্যত ও রহিমিয়্যতের চাদরে আমাদেরকে আবৃত করবে তখন শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র তাদের মুখেই ছুড়ে মারা হবে, তারা নিকৃষ্টতম পরিণতির সম্মুখীন হবে, ইনশাআল্লাহ্। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, আমাদের মাঝে আনুগত্যের উপাদান কতটুকু রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ আমরা কতটুকু মেনে চলছি, আমরা আমাদের ইবদতকে কতটা সুসজ্জিত ও সুন্দর করছি, সুন্নতের ওপর আমরা কতটা চলার চেষ্টা করছি এবং আমাদের আনুগত্যের মান কেমন? এসব বিষয় আমাদের নিজেদেরকেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে কিছু কথা বলব যা তিনি বিভিন্ন সময় বলেছেন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর জামা'তকে কীভাবে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে যা সবাইকে অস্থির করে তুলছিল আর পরে খিলাফত কীভাবে সেখানে স্বস্তির সুবাতাস বয়ে এনেছে। যারা পরবর্তীতে লাহোরী বা গয়ের মুবায়ি (বয়আত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী) আখ্যায়িত হয়, তাদের প্রাথমিক আচরণ কেমন ছিল এবং দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচনের পর আচরণ কী হয়েছিল অর্থাৎ প্রথমে তাদের ধ্যানধারণা কেমন ছিল আর পরে কী হয়েছে, এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-এর মৃত্যুর পর শত্রু কতটা আনন্দিত ছিল কিন্তু হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর কতটা হতাশা ব্যক্ত করেছিল আর এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর আহমদী বিরোধীদের হৃদয়ে আরেকটি আশা জাগে যে, এখন জামা'ত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের জামা'তকে কীভাবে সামলে নিয়েছেন এবং কীভাবে ভীতিকর অবস্থার পর শান্তি ও স্বস্তির অবস্থায় বদলে দিয়েছেন (তা স্পষ্ট হয়)? এই কয়েকটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে রাখছি যা যুবক ও স্বল্প জ্ঞানীদের ঈমানী দৃঢ়তার জন্যও আবশ্যক আর এ জন্যও আবশ্যক যে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ইতিহাসের জ্ঞান থাকা চাই।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময় মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের সময় আমাদেরও একই অবস্থা ছিল। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুকালেও জামা'তের লোকদের মানসিক অবস্থা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মহানবী (সা.)-এর সময় সাহাবীদের ছিল। যেমন আমরা সবাই এটিই মনে করতাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখনো মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। যার ফলে কখনো এক মিনিটের জন্যেও আমাদের হৃদয়ে এ ধারণা জাগেনি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কী হবে? তিনি বলেন, তখন আমি শিশু ছিলাম না বরং যৌবনে পদার্পন করেছিলাম। আমি প্রবন্ধ লিখতাম এবং একটি পত্রিকার সম্পাদকও ছিলাম। কিন্তু আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, কখনো এক মিনিট বরং এক সেকেন্ডের জন্যও আমার মনে হয় নি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৃত্যুবরণ করবেন। যদিও শেষ বছরগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি লাগাতার এমন সব এলহাম হয় যাতে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ থাকত। শেষ দিনগুলোতে তো এর আধিক্য আরো বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এর প্রতি এমন এলহাম হওয়া সত্ত্বেও আর কিছু এলহাম ও কাশফে তাঁর মৃত্যুর সন, তারিখ ইত্যাদির কথাও নির্দিষ্ট ছিল এবং আল্-ওসীয়্যত পুস্তকে পড়া সত্ত্বেও আমরা মনে করতাম এসব বিষয় হয়তো আজ থেকে দুই শত বছর পর পূর্ণ হবে। এজন্য এবিষয়টি মনের জানালায় একবারও উঁকি মারতো না যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর কী হবে? যেহেতু আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা মনে করতাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে মৃত্যুবরণ করতেই পারেন না তাই বাস্তবে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে যায় তখন আমাদের জন্য বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, তিনি মারা গেছেন। তাই তিনি (রা.) লিখেন, আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দিয়ে যখন কাফন পরানো হয় তখন যেহেতু এমন অবস্থায় অনেক সময় বাতাসের ঝাপটায় কাপড় নড়ে যায় বা অনেক সময় গোঁফ, চুল ইত্যাদি নড়ে উঠে তাই কতক বন্ধু দৌড়ে এসে বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো জীবিত, আমরা তাঁর কাপড় নড়তে দেখেছি বা গোঁফ নড়তে দেখেছি এবং কেউ কেউ বলতো, আমরা কাফন নড়তে দেখেছি। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র লাশ কাদিয়ানে নিয়ে এসে বাগানের একটি ঘরে রেখে দেয়া হয়। এটি খুব সম্ভব ৮ বা ৯টার সময় হবে। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের সবার এ অবস্থা ছিল- এ ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, ৮টা বা ৯টা বাজে যখন তাঁর (আ.) পবিত্র লাশ কাদিয়ানে পৌঁছে। তখন খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব বাগানে আসেন আর আমাকে পৃথক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলেন, মিয়া সাহেব! আপনি কি কিছু চিন্তা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কী হবে? আমি বলি, কিছু তো হওয়া উচিত, কিন্তু কী হবে সে সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারছি না। তিনি বলেন, আমার মতে আমাদের সবার হযরত মৌলভী সাহেব, অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করে নেয়া উচিত। তিনি (রা.) বলেন, পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও তখন বয়সের দিক থেকে জ্ঞানের পরিধি কিছুটা কম থাকায় আমি বলি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো কোথাও একথা লিখেন নি যে, তাঁর পর অন্য কারো হাতে বয়আত করতে হবে, তাই হযরত মৌলভী সাহেবের হাতে আমরা কেন বয়আত করব? তিনি লিখেন, যদিও আল্-ওসীয়্যত পুস্তকে একথার উল্লেখ ছিল কিন্তু তখন আমার চিন্তা সেদিকে যায়-ই নি।

তিনি আরো লিখেন, একথা প্রসঙ্গে তিনি আমার সাথে বিতর্ক শুরু করে দেন এবং বলেন, এখন যদি একজনের হাতে বয়আত করা না হয় তাহলে আমাদের জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, রসূলে করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পরও এটিই হয়েছিল অর্থাৎ, জাতির লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করে নিয়েছিল। এটি খুবই গুরুত্ব বিষয়। তখন খাজা সাহেব বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর জাতির লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং তাঁকে খলীফা মনোনীত করেছিলেন। খাজা সাহেব আরো বলেন, এজন্য এখন আমাদের একজনের হাতে বয়আত করে নেয়া উচিত আর এই পদের জন্য হযরত মৌলভী সাহেবের চেয়ে বড় আমাদের জামা'তে আর কেউ নেই। এরপর তিনি (রা.) লিখেন, খাজা সাহেব বলেন যে, মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবেরও একই মত ছিল। তিনিও বলেন, জামা'তের সবার মৌলভী সাহেবের হাতে বয়আত করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, অবশেষে জামা'তের সবাই সর্বসম্মতভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, আপনি মানুষের বয়আত নিন। তখন সবাই বাগানে সমবেত হয় আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একটি বক্তৃতা করেন এবং বলেন, আমার ইমাম সাজার কোন বাসনা নেই। আমি চাই অন্য কারো হাতে বয়আত করা হোক। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমার নাম নেন, অতঃপর আমাদের নানাজান মীর নাসের নবাব সাহেবের নাম উচ্চারণ করেন, তারপর আমাদের ভগ্নিপতি নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের নাম নেন, একইভাবে আরো কতিপয় বন্ধুর নাম নেন। কিন্তু আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে নিবেদন করি যে, খিলাফতের মসনদে বসার যোগ্য একমাত্র আপনিই। অতএব সবাই তাঁর কাছে বয়আত করে। বরং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী খাজা সাহেব এই ঘোষণাপত্রও ছাপিয়েছিলেন যে, আল্-ওসীয়্যত পুস্তক অনুযায়ী আমাদের একজন অবশ্য অনুসরণীয় খলীফা নির্বাচন করা উচিত এবং এর জন্য তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর নাম উপস্থাপন করেছিলেন। যাহোক প্রথমে এটি মানুষের একটি ধারণা ছিল, হতে পারে, পরিস্থিতির কারণে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই ধারণা হয়ে থাকবে। তারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর হাতে বয়আত করলেও তাদের হৃদয়ে খিলাফতের আনুগত্যের যে সত্যিকার প্রেরণা থাকা উচিত তা ছিল না, বরং তাদের হৃদয়ের চিত্র ছিল ভিন্ন। এজন্যই তারা এই অপকৌশল এবং চিন্তায় মগ্ন থাকতো যে, কীভাবে আঞ্জুমানকে খিলাফতের ওপর অগ্রগণ্য করা যায়, যেন আঞ্জুমানের মাধ্যমে পুরো কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করতে পারে, এটিও ছিল এই নেত্রীস্থানীয়দের বাসনা। তাদের এই বাসনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

তখন তার অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর হাতে বয়াতের পর পনের বা বিশ দিনই অতিবাহিত হয়ে থাকবে; একদিন মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন আর বলেন, মিয়া সাহেব! আপনি কি কখনো এ কথা চিন্তা করে দেখেছেন যে, আমাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হবে? আমি বললাম, এখন আর এতে প্রণিধানের কী আছে? আমরা তো ইতোমধ্যে হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে বয়আত করে নিয়েছি। তিনি বলেন, এটি তো হলো পীরী-মুরীদির বিষয়, প্রশ্ন হলো এই জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হবে। আমি বললাম, আমার কাছে তো এখন এই কথা প্রণিধানেরই যোগ্য নয়। কেননা যখন আমরা এক ব্যক্তির কাছে বয়আত করেছি তখন তিনিই এটি ভালো বুঝবেন যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালনা করা উচিত। আমাদের

তাতে নাক গলানোর কী প্রয়োজন? এতে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেও বলতে থাকেন যে, এই বিষয়টি প্রণিধানের যোগ্য, আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না। অতএব এটি থেকে তাদের হৃদয়ের চিত্র কী তা বুঝা যায়; হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর হাতে বয়আতও কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয়েছিল, আন্তরিকভাবে তা করা হয় নি। তাই তাদের হৃদয়ের স্বস্তি ও শান্তি বজায় থাকে নি। খিলাফত এবং বয়আতের সাথে নিরাপত্তার অবস্থা সৃষ্টি করার আল্লাহ্ তা'লার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় নি। তারা এতায়াত বা পূর্ণ আনুগত্যের গণ্ডিভুক্ত থাকতে চায় নি। আর এই ঐশী জামা'তকেও জাগতিক ব্যবস্থাপনার মতো পরিচালনা করতে চাচ্ছিল। আর তারা এর ফলাফলও দেখেছে যে, এখন তারা নামেমাত্র কয়েকজন বা গুটি কতক রয়ে গেছে, বা কোন স্থানে কয়েক শত হবে হয়ত। আর প্রকৃত অর্থে বলা উচিত যে, তাদের সাথে এখন কেবল গুটি কতক সদস্যই তাদের বানানো এই ব্যবস্থাপনার অনুসারী হিসেবে রয়ে গেছে। অথচ এর বিপরীতে খিলাফতের ছায়ায় যে জামা'ত রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পৃথিবীর ২১২ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে শত্রুরা জামা'তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী বলতো- এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন মোটের ওপর এটিই ধরে নেয়া হয়েছিল যে, এখন এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে। আর শত্রুরা আনন্দিত ছিল যে, এখন চাঁদা আসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং জামা'তের উন্নতি থেমে যাবে, কেননা মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জন্য চাঁদা দিত। কিন্তু এক দুই বছর পর মানুষ যখন দেখে যে, জামা'ত সদস্যসংখ্যার দিক থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছে, কুরবানীর দিক থেকেও অগ্রসর হয়েছে, আর ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও উন্নতি করেছে, তখন তারা এই নতুন কথা বানিয়ে নেয় যে, আসলে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব জামা'তের অনেক বড় একজন আলেম, আর জামা'তের সকল প্রকার উন্নতির কারণ তিনিই, এমনকি মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জীবদ্দশাতেও সকল কাজ তিনিই করতেন, যদিও বাহ্যত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরই নাম হতো। তিনি বলেন, বরং বাহ্যিক বিষয়াদিকে অধিক গুরুত্ব প্রদানকারী অনেক মোল্লা প্রকৃতির লোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যুগেও এ কথাই বলতো যে, এই জামা'তকে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবই পরিচালনা করছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর যখন তারা দেখে যে, মৌলভী সাহেবের যুগে জামা'ত পূর্বের চেয়ে অধিক উন্নতি করছে তখন মৌলভীদের যে ভিন্ন দল ছিল তারা নিজেরাই নিজেদের কথা সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয় এবং আনন্দিত হয়ে বলতে আরম্ভ করে যে, আমরা কি পূর্বেই বলি নি যে, সকল কাজ মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবই করছেন? তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর তিরোধানের পরও কোন পার্থক্য আসে নি আর হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেবের কারণেই জামা'ত টিকে আছে।

এরপর এ প্রসঙ্গে এক মৌলভীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, গুজরাতের বন্ধুরা আমাকে শুনিয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মারা যান তখন এক আহলে হাদীস মৌলভী আমাদেরকে বলে যে, এখন তোমরা ধরা পড়েছ, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন যে, নবুয়্যতের পর খিলাফত হয়ে থাকে। তোমরা যে বল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী, তা সে শরীয়ত বিহীন নবীই হোক না কেন, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে নবুয়্যত লাভ করেছেন, কিন্তু নবুয়্যতই নাম দিয়ে থাক, আর নবুয়্যতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত,

তাই তোমরা খিলাফতের দিকে যাবে না। সেই বন্ধু বলেন, পরের দিন তারবার্তা আসে, সে যুগে তারাবার্তা আদান-প্রদান হতো। ডাকঘরের মাধ্যমে তারবার্তা প্রেরণ করা হতো। বর্তমানে তো এক সেকেন্ডে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ ভাইরাল হয়ে যায়, কিন্তু সে যুগে তারবার্তার ব্যবস্থা ছিল, আর তা-ও অনেক সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পৌঁছতো। যাহোক, তিনি বলেন, দ্বিতীয় দিন তারবার্তা আসে যে, হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবের হাতে জামা'ত বয়আত করেছে আর তাঁকে নিজেদের খলীফা মনোনীত করেছে। আহমদীরা যখন (একথা) সেই মৌলভীকে বলে তখন সে বলতে আরম্ভ করে যে, নূরউদ্দীন তো অনেক শিক্ষিত মানুষ, এজন্য সে জামা'তের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে। তার পরে যদি খিলাফত বহাল থাকে তাহলে দেখা যাবে। তিনি (রা.) বলেন, এরপর যখন খলীফা আউয়াল (রা.) ইন্তেকাল করেন তখন বলতে আরম্ভ করে যে, তখনকার কথা ভিন্ন এখন কেউ খলীফা মনোনীত হলে দেখা যাবে। বন্ধুরা বলেন যে, পরের দিন তারবার্তা পৌঁছে যায় যে, জামা'তের সদস্যরা আমার হাতে বয়আত করে নিয়েছে; একথা শুনে (সেই মৌলভী) বলতে আরম্ভ করে যে, তোমরা তো বড়ই আজব মানুষ! তোমাদের কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু তারপরও মানে নি। কাজেই এখনও একথাই বলে আর এ কারণেই হিংসার আগুনে তারা অনবরত জ্বলছে। যেমনটি আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি, পঞ্চম খলীফার নির্বাচনের সময় এক মৌলভী সাহেব বলতে আরম্ভ করে যে, সব দৃশ্য আমি দেখেছি। মনে হচ্ছে খোদা তা'লার ব্যবহারিক সমর্থন তোমাদের সাথে রয়েছে, কিন্তু এই নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও মানার পরিবর্তে ক্রমশ হিংসা, বিরোধিতা এবং বিদ্বেষে বেড়ে চলছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত জামা'তকে উন্নতি দিচ্ছেন, বিশ্বজুড়ে জামা'ত বিস্তার লাভ করছে আর দূরদূরান্তের দেশগুলোতে বসেও লোকেরা খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে আর একে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে চলছে। খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা পথনির্দেশনাও দেন আর এই খিলাফতের দিকে নিয়েও আসেন। কীভাবে নিয়ে আসেন এর ২/১টি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করছি। যেমনটি মৌলভী বলেছিল, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তোমাদের সাথে রয়েছে, এটি এজন্য যে, আমরা হলাম মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাস, আর আমরাই আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার শিক্ষা জগৎময় ছড়িয়ে দিচ্ছি। দূর-দূরান্তের একটি দেশ হলো, গিনি বাসাউ। সেখানকার একজন বয়োবৃদ্ধা মহিলা বলেন, "একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমাদের মিশনারী তাকে একটি পুস্তক দিচ্ছেন আর বলছেন, এই পুস্তকের মধ্যেই তোমার মুক্তি নিহিত। তিনি বলেন, স্বপ্নের ভেতরেই আমি যখন পুস্তকটি খুলি তখন এর ভেতর একটি ছবিও ছিল। আমি মিশনারীকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? উত্তরে তিনি বলেন, ইনি খলীফাতুল মসীহ্, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এখন মনোনীত করেছেন। মহিলা বলেন, পরেরদিন তিনি আমাদের মিশনারীর কাছে আসেন। আমাদের মিশনারী তাকে বলেন, আপনার স্বপ্ন কোন ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আপনাকে পথ দেখিয়েছেন। তখন সেই মহিলা বলতে আরম্ভ করেন যে, 'খোদার কসম! আজ থেকে আমি আহমদী'। আর সত্যিকার অর্থেই আহমদীদের খলীফা খোদার বানানো। এই খিলাফত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সূচীত। অতএব তখনই তিনি বয়আত করেন আর বয়আত করার পর জামা'তের সব অনুষ্ঠানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে চাঁদাও প্রদান করেন, এছাড়া নির্ভীকভাবে তবলীগও করছেন আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কীভাবে তাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন লোকদেরকে বলে বেড়াচ্ছেন।

অনুরূপভাবে একজন মিশরীয় বন্ধু রয়েছেন, তিনি বলেন, আমি চরম নোংরামিতে লিপ্ত ছিলাম, ঝগড়াটে স্বভাবের ছিলাম, এম.টি.এ.তে আপনার খুতবা দেখে ধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মে এরপর আমি অঙ্গীকার করি যে, আমি আহমদী হয়ে যাবো। কেননা, এই খিলাফতই আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বিভিন্ন সময়ে আর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দেশে লোকদেরকে পথনির্দেশনা দিচ্ছেন এসংক্রান্ত আরো কতিপয় দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ক্যামেরুনের মারওয়া শহর সম্পর্কে মিশনারী ইনচার্জ সাহেব বলেন যে, লোকেরা এম.টি.এ. দেখে আর যখন থেকে এম.টি.এ. আফ্রিকার যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, ব্যাপক হারে মানুষ (এম.টি.এ.) দেখছে আর সেখানে বিশেষভাবে খুতবাগুলো অবশ্যই শুনে আর খুতবা শোনার পর তাদের মাঝে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে আর জামা'তের প্রতি আগ্রহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যারা আহমদী তাদের ঈমানও দৃঢ়তর হচ্ছে। এছাড়া তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা হলো খিলাফতের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখা, সম্পৃক্ত করা আর পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা। যাহোক, খিলাফতের সাথে এই যে সম্পর্ক এবং ভালোবাসা এটি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক সৃষ্ট। আর যতদিন আহমদীয়া খিলাফতের সাথে এরূপ ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে ভয়-ভীতির অবস্থাও শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হতে থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য প্রবোধ বা সান্ত্বনার উপকরণও সৃষ্টি করতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্।

আমি যখন বিভিন্ন স্থানে সফরে যাই লোকেরা বলে, এছাড়া অনেক চিঠি-পত্রও আসে, যাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার তৌফিক দান করেছেন আর কীভাবে তাদের এমন অবস্থার মুখে নিরাপত্তা দিয়েছেন যে অবস্থায় তারা চরম অস্থিরতায় ছিল (সে সংবাদ থাকে)। অতএব যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, আল্লাহ্ তা'লা আর তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর ওপর আমল করতে থাকবে, নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করবে, আত্মশুদ্ধি এবং কর্মের সংশোধন করতে থাকবে, আনুগত্যের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। অতএব আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমেই এখন বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হওয়ার দৃশ্যও দেখতে পারবে, একে বাদ দিয়ে নয়। কাজেই এ লক্ষ্য অর্জন এবং স্থায়ীভাবে ঐশী কৃপারাজি লাভ করার জন্য জামা'তের সদস্যদের এবং আমাদের সবার সর্বদা দোয়া করতে থাকা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা এই কল্যাণকে আমাদের মাঝে চির প্রবহমান রাখেন। দোয়া এবং আল্লাহ্‌র কৃপাবলে গোটা বিশ্বকে যাতে আমরা মুসলমান বানাতে পারি, এক উম্মতে পরিণত করতে সক্ষম হই আর মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে আনতে সক্ষম হই, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন।

গত খুতবায়, যা এখানে মসজিদ উদ্বোধনের খুতবা ছিল, একটি কথা উল্লেখ করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এই মসজিদের যখন ভিত্তি রাখা হয়েছিল, তখন সফরের কারণে, আমি সম্ভবত কানাডা সফরে ছিলাম, সম্ভবত নয় বরং কানাডা সফরে ছিলাম বা যাচ্ছিলাম, তারা যে তারিখ নির্ধারণ করে তা আমার সফরে যাওয়ার পরের তারিখ ছিল। যাহোক তারা আমাকে দিয়ে ইটে দোয়া করিয়ে নিয়েছিল, আর ১০ই অক্টোবর ২০১৬ সনে দোয়ার সাথে এই মসজিদের ভিত্তি রেখেছিলেন শ্রদ্ধেয় মরহুম ওসমান চিনি সাহেব। আর এই মসজিদের ভিত্তি রাখার সাথেই এই পুরো প্রজেক্টের নির্মাণ কাজও আরম্ভ হয়েছিল। কাজেই এই মসজিদের ভিত্তি রেখেছেন শ্রদ্ধেয় ওসমান চিনি সাহেব। উনি (ভিত্তি) রেখেছেন আর এভাবে

আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় চীনা জাতিরও এতে অংশ রয়েছে আর এজন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেন চীনেও দ্রুত ইসলামকে প্রসারের তৌফিক দান করেন। শ্রদ্ধেয় ওসমান চিনি সাহেবের গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল আর সর্বদা এই চিন্তায় থাকতেন যেন কোনভাবে চীনে আহমদীয়াত এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছে যায়। আমাদের যেখানে তার পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত সেখানে চীনেও এবং বিশ্বের সকল দেশে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বিস্তারের জন্য অনেক দোয়া দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা (আমাদেরকে) এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)